চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের সহযোগিতায় হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের বিশেষ তত্ত্বাবধায়নে ও পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সহযোগিতায় তিন যুবকের হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

৩মে সোমবার বেলা বারোটা িএশ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের কক্ষে তিন যুবকের মোবাইলফোন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়। এ সম্পর্কে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান বলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই নিতিশ চন্দ্র এবং এসআই ইমরান নেতৃত্বে এই ফোনগুলো ঝিনাইদহ সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় তিনি আরো বলেন পুলিশের তদন্ত বিভাগের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ফোনগুলো উদ্ধার করা হয় এবং আজ ৩রা মে ২০২১ইং রোজ সোমবার প্রকৃত মালিকের নিকট উপযুক্ত প্রমান সাপেক্ষে তাদের ফোনগুলো হস্তান্তর করা হয়।

উদ্ধারকৃত ফোনগুলোর মালিক যথাক্রমে ১।মোঃ শরিফুল ইসলাম পিতা মৃত মানিক ইসলাম সাং ভান্ডারদহ ২। মোঃ ফারুক উজ্জামান পিতাঃ মোঃ সানোয়ার হোসেন সাং হাসানহাটি ৩। মোঃ শামীম সরকার পিতা- মৃত ছলোমন সরকার সাং বলাকা পাড়া থানা ও জেলা চুয়াডাঙ্গা।এ সময় তিন যুবক তাদের হারানো মোবাইল ফোনগুলোর ফিরে পেয়ে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ তদন্তের সকল কর্মকর্তাগণ ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার সকল সেবামূলক কর্মকান্ডকে প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জানান।

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের দায়ে ক্যানেলপাড়ার রোকন (৩২) নামের একজনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রবিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল এ আদালতের মাধ্যমে রায় দেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার টকিজ সিনেমা হল পাড়ার খবির উদ্দিনের ছেলে রোকন দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক সেবন করে আসছে।

নেশাগ্রস্থ অবস্থায় রোকন রাস্তায় মাতলামিসহ পরিবারের লোকজনের উপরে বিভিন্ন ধরণের সংঘাত সৃষ্টি করে।

এ ঘটনায় রোকন গতকাল দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে নেশা করছিলো।এমন সংবাদ পুলিশের নিকট জানালে তাকে আটক করে।

পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডলকে জানালে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

আলমডাঙ্গায় পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকা জুড়ি জনতার হাতে আটক

আলমডাঙ্গার আটকপাট এলাকায় পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকা ঘুরতে গিয়ে বেরসিক জনতার হাতে আটক। গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে।
এ ঘটনায় ২ জন প্রেমিক-প্রেমিকাকে পরিবারের লোকজনের নিকট হস্তান্তর করেছে এলাকাবাসী।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কোর্টপাড়া নবিছদ্দিনের ছেলে

হাসানের সাথে একই এলাকার সাহাদৎ হোসেন ওরফে সোহাগের স্ত্রীর সাথে দীর্ঘদিন পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হয়।

এরই সূত্র ধরে গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে আলমডাঙ্গার আটকপাট এলাকায় ঘুরতে যায়। সুযোগে তারা জরাজরি করতে থাকলে স্থানীয় রসিক জনতা তাদের আটক করে।

পরে মেয়ের মা আয়েশা খাতুনের নিকট তারা তুলে দেয়।

দামুড়হুদার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জেল জরিমানা

দামুড়হুদার বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

গত শনিবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান দামুড়হুদা বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ও লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান দামুড়হুদার বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করার সময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দুই জনকে জেল জরিমানা করা হয়েছে।

১ জন কে ৫০০ টাকা অনাদায়ে ৩ দিনের কারাদন্ড আরও একজনের ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।
এসময় তিনি বলেন, সকলে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন সুস্থ থাকেন। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার কে ঝুকিতে ফেলবেন না। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।
আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী

অফিসের পেশকার জিহন আলি ও দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় সৈনিক কল্যাণ সংস্থার ভ্রাম্যমাণ দোকান

আলমডাঙ্গায় অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী সৈনিক কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে মূল্য ছাড়ে ভ্রাম্যমান ভাবে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রি শুরু করেছে।
পবিত্র রমজানে মাস উপলক্ষে তারা ক্রেতা সাধারনের সুবিধার্থে বাজারের বিক্রিত পন্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করছেন।
বিক্রিত মালামালের মধ্যে রয়েছে সয়াবিন ও সরিষার তৈল, চা, অরেঞ্জ ড্রিকস, সফট ড্রিকস মধু, ডিটারজেন্ট পাউডার, টয়লেট ক্লিনার, হ্যান্ড ওয়াসসহ বেশকিছু পন্য।
প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভ্যান, অটো রিকসায় করে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে এসব মালামাল বিক্রি করা হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী সৈনিক কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সার্জেন্ট মুনছুর আলী, সাধারন সম্পাদক সার্জেন্ট (অব) লিয়াকত আলী ও বিমান বাহিনীর (অব:) ওয়ারেন্ট অফিসার রওশন আলী এ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
সংস্থার সভাপতি মুনছুর আলী জানান, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাৎসরিক উৎসবের দিনগুলোতে ওইসব দেশের ব্যবসায়ীরা সকল পণ্যের উপর মুল্য ছাড় দিয়ে থাকেন ।
আমরা আলমডাংঙ্গার সামরিক সদস্যরা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী মুনাফাবিহীন মুল্যে সাধারন মানুষের হাতে তুলে দেবার চেস্টা করছি । এ সুবিধা শুধু মাত্র পবিত্র ঈদুল ফিতর পর্যন্ত থাকবে। এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

আলমডাঙ্গায় বিক্রয় প্রতিনিধি জোটের ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গায় বিক্রয় প্রতিনিধি জোট এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার পৌর এলাকার হারেজ ডাক্তারের বাগান বাড়িতে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্রয় প্রতিনিধি জোটের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আল আমিন হুসাইনের উপস্থিত ছিলেন রাকিবুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ শিমুল হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার আহবায়ক আজিজুল হাকিম, যুগ্ন আহ্বায়ক জন বিশ্বাস, সদস্য সচিব আবদুল মান্নান, সহকারী সদস্য সচিব হারুন-অর-রশিদ, অর্থসচিব সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী অর্থসচিব লোকমান হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য ফজলুর রহমান, শাহানুরসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

করোনাকালীন সময়ে কর্মহীন মানুষের কষ্ট লাঘবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের কর্মহীন দুঃস্থ, অসহায় দরিদ্র এবং ভাসমান মানুষের মাঝে ধারাবাহিক মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হচ্ছে প্রতিটি জেলায় তার ন্যায় চুয়াডাঙ্গা তে আজ দুস্থ শিল্পীদের মাঝে এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে চারটার সময় অসহায় নরসুন্দর এবং দুস্থ শিল্পীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।
এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই

উপহার সামগ্রী প্রতিটি দুস্থ অস্বচ্ছল পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে।

তিনি আরো বলেন, সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী পর্যায়ক্রমে সকল দুস্থ অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারকে দেয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী হিসেবে চাল-১০ কেজি, ডাল (মসুর)-১ কেজি, আলু-২ কেজি, পেঁয়াজ-১ কেজি, সয়াবিন তেল-১ লিটার এবং পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর কে সামনে রেখে চিনি -১ কেজি ও ১ প্যাকেট সেমাই এর একটি পুর্নাঙ্গ প্যাকেজ প্রদান করা হয়।

আজ ১৩০ জন নরসুন্দর এবং দুঃস্থ শিল্পীর মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

উপহার সামগ্রী বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুনিরা পারভীন, এনডিসি আমজাদ হোসেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গণ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সেহেরি বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জানিফের সার্বিক তত্বাবধানে ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী ইমদাদুল হক সজল ও ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহিম শেখ ইমরানের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত অনাহারে থাকা হতদরিদ্র মানুষের এক বেলা অন্নযোগান দিচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ।

সম্পূর্ণ রমজান মাস ব্যাপী বিভিন্ন মহৎ এ উদ্যোগ নিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ এবিং তা বাস্তবায়নও করছে তারা।

এই করোনা মহামারীতে যেসমস্ত অসহায়, অনাহারে থাকা মানুষের দুবেলা

খাবার যোগান দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে সেখানা সেহেরী বিতরণের মধ্য দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা করোনা মহামারীর প্রথম থেকেই জনসাধারণের জন্য নির্বিঘ্নে কাজ করে যাচ্ছে। যেকোন বিপদে আপদে ছূটে আসছে তারা। তাই এবার সসম্পূর্ণ রমজান মাসে অনাহারে থাকা হতদরিদ্রদের পাশে সেহেরি ও ইফতারি বিতরণ করে আসছে তারা।

ইতোমধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ জনগণ তা প্রশংসার দাবিদার করছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জানিফ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের ব্যাতীক্রমী উদ্যোগে যেমন মিলছে অনেক অসহায় মানুষের এক বেলার অন্ন ঠিক তেমনি তাদের থেকে পাওয়া দোয়া পাচ্ছেন তারা। তাদের এই কর্মকান্ডকে অসহায় এই মানুষগুলো ভালবাসা হিসেবে গ্রহণ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের ঘোষণা মোতাবেক এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ।

উক্ত সেহেরী বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ মনিরুজ্জামান শুভ, আকিব জাভেদ, সুমন, হাসান, রাইসুল, অংকন, চন্দন, বিপ্লব, মামুন সহ চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগ ও কলেজ ছাত্রলীগ ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মীরা।

দামুড়হুদায় মডেল থানা পুলিশের মাস্ক বিতরণ

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাস্ক বিতরণ দামুড়হুদার উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা সহ বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনামূলক প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুল খালেকের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল

কার্পাসডাঙ্গা বাজারের বিভিন্ন স্থানে পথচারী, ও স্থানীয়দের মাঝে করোনা প্রতিরোধে মাস্ক বিতরণ ও সচেতনামূলক মূলক প্রচারণা চালায়।

অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক বলেন, অযাথা ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। মুখে মাস্ক না ব্যবহার করার কারনে ১১ জনকে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে ১ ঘন্টা আটক করে রাখা হয়। পরে তাদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করাসহ সচেতনামূলক প্রচারণা দেয়ার পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।
কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির এসআই আতিকুর রহমান জুয়েল বলেন, কার্পাসডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় ঘরের বাহিরে বের হলে মাস্ক বাধ্যতামূলক পরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে দিনরাত কাজ করছে পুলিশ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ওসি অপারেশন মোঃ সামছুজ্জোহা, এস আই বাকী বিল্লাহ, এস আই আতিকুর রহমান জুয়েল, এস আই তৌহিদুর রহমান, এএসআই বিল্লাল হোসেন, এএসআই জাহিদুল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় পিস হিসেবে কিনে কেজিতে বিক্রি হচ্ছে তরমুজ

চলতি সিয়াম সাধনের মাস মাহে রমজান। সিয়াম সাধনের এ মাসে মৌসুমি ফলের কদর একটু বেশিই থাকে। এ বছর মৌসুমি ফল আম ও লিচু দেরিয়ে বাজার জাত হওয়ার কারণে কদর বেড়েছে পানীয় ফল তরমুজের। সারাদিন রোজা শেষে সন্ধ্যায় ইফতারির মুহুর্তে এক ফালি তরমুজ মুসল্লিদের তৃষœ◌াত্ব মনটাকে সতেজ করে তোলে।

মৌসুমি এ ফলটি প্রতি বছর ছোট-বড় পিস হিসাবে বিক্রয় করা হলেও এ বছর চড়া দামে কেজিতে বিক্রয় করছে ব্যবসায়ীরা। এ ফলটি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে চলছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ফল ব্যবসায়ী

সিন্ডিকেটের কারণেই এ বছরের পানীয় ফল তরমুজ চড়া দামে বিক্রয় করছে বলে অভিযোগ তোলে সাধারণ ক্রেতারা।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় কয়েকশত ফলের দোকান সহ ফুটপথের খুচরা বিক্রয় করা হচ্ছে পানীয় ফল তরমুজ। এ তরমুজ চলতি রমজানে পানিও পিপাসা মেটাতে গুরুত্বর ভূমি পালন করে। এ কারণেই এবছরে তরমুজ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বসিয়ে তারা অধিক মূল্যে বিক্রয় করছে।
সাপ্তাহিক আলমডাঙ্গা নির্বাহি কর্মকর্তা পুলক কুমার মন্ডল ও উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশা রমজান মাসে নিয়মিত বাজার মনিটরিং কাজ করে আসছে। তরমুজ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট রোধ করতে তারাও হিসমিস খাচ্ছে। প্রশাসনের উপস্থিতিতে ৩৫/৪০ টাকা দরে বিক্রয়ের দাবি করলেও চলে গেলে আবারো কেজিতে বিক্রয় হয় ১০/১৫ টাকা চড়া দামে।

আলমডাঙ্গায় পাইকারি তরমুজ বিক্রেতার সাথে কথা হলে তারা জানান,‘ আমরা চরাঞ্চল থেকে কেজিতে ক্রয় করেছি তরমুজ। এটি একটি পচনশীল ফল হওয়ায় পরিবহন ঝুঁকিতে থাকতে হয়। করোনাকালীন সময়ে পরিবহন খরচ ও এ ফলের উচ্চ দরের কারণে আমরাও এ বছর ফল বিক্রয়ে জবাব দিহিতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে”।

খুচরা ফল ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমান, সুমন জানান,‘ গত বছর তরমুজ ফল পিস হিসাবে বিক্রয় করেছি। এ ফল বিক্রয়ে ব্যাপক লোকসানেও পড়তে হয়েছে। এ ফল পিস হিসাবে বিক্রয় করা হলেও তা চাহিদা ছিলো অনেক কম। কিন্তু এ বছর তরমুজ ফল মানুষের মধ্যে কেনো এত কৌতুহল”।

গতকাল বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক আলমডাঙ্গা বাজারে ঘুরে যে চিত্র দেখা যায়, আনন্দধাম এলাকায় কয়েক জন ফুটপথের পাশেই খুচরা ও পাইকারী তরমুজ বিক্রয় করছে। একেকটি কেজি ৩/৮ কেজি পর্যন্ত। দাম ও প্রায় ৩শত টাকা থেকে ৫শত টাকার উর্ধে।

এবিষয়ে তরমুজ ক্রেতা বকসিপুর গ্রামের আজিবর বলেন, বয়সে কোন দিন এত টাকা দিয়ে তরমুজ কেনা হয়নি। নাতিদের জন্য একটি তরমুজ ৩শত ২০ টাকায় কিনেছি। বেলগাছি গ্রামের আমজেদ বলেন, ছোট সাইজের একটি তরমুজ নিবো এমটা ভেবে দোকানে গিয়েছিলাম। তরমুজের দাম বেশি হওয়ায় কেনার সামর্থ না হওয়ায় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে বলেও তিনি জানান। এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল জানান,“ তরমুজ নিয়ে বর্তমানে জনসাধারণের মাঝে বিতর্কের স্থান নিয়েছে। আমরা

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক বাজার মনিটারিং করা হচ্ছে। কেউ যদি উচ্চ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে তাদের ভোক্তা অধিকার আইনে শাস্তি দেওয়া হবে।

এছাড়াও তিনি আরো বলেন, আমরা তরমুজের দোকানে গিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্ঠা করছি। বিক্রেতার কেজি দরে কিনে তারাও কেজি দরে বিক্রয় করছে। তাদের ক্রয় মেমো আমরা যাচাই বাছাই করেছি।